[জাতীয় সংস্কৃতিমূলক ছোটদের একাঙ্ক নাটিকা]

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

কিশোর ভারতী

জাতীয় সংস্কৃতিমূলক নাটিকা

—এক—

প্রথম সংস্করণ

—•—

প্রকাশক :

গীতা ও অশোক

৯, ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা—৯

মুদ্রাপক :

শ্রীভবেশচন্দ্র মজুমদার

১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা—১২

প্রাপ্তিস্থান :

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট্,

ও

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা—৯

মূল্য : আট আনা

আমার কথা

ছোটদের নাটকে সাধারণতঃ স্ত্রীভূমিকা বাদ দেওয়া হয়, অনেক সময় সেজন্য নাটকের ভাবধারা ক্ষুন্ন হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীভূমিকা বাদ দিলে সংঘাতের মধ্যে দিয়ে নাটকের আদর্শ ভালোভাবে ফুটে না। সেই কথা ভেবেই আমি এই নাটকে স্ত্রীভূমিকা দিয়েছি। আমার ধারণা নাটকের বিষয়বস্তু ও আদর্শবাদই বড় কথা, ছোটদের কাছে সেই আদর্শটাই তুলে ধরতে হবে, স্ত্রীভূমিকা থাকার প্রশ্ন গৌণ। তবে স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করানো সম্পর্কে জটিলতা দেখা দিলে, ভাই বোনে অভিনয় করা চলতে পারে, অথবা অভিভাবকেরাও অভিনয় করতে পারেন। স্বাভাবিক জীবনে ছোটরা অহরহঃ মা-বোনদের দেখছে, আর নাটকে কোন স্ত্রীভূমিকা দেখানো চলবে না, এটা তো স্বাভাবিক নয়। জীবনকে সহজ ও সরল ভাবে গ্রহণ করতে শিক্ষা দেওয়াই জীবনকে উন্নত করার শিক্ষা, সেক্ষেত্রে নেতিবাচক সংস্কারের স্থান নেই।

—লেখক

—পরিচয়—

পাত্র-পাত্রী :

ভক্তকবি জয়দেব

কবি-পত্নী পদ্মাবতী

পুরীর মন্দিরের কয়েকজন পাণ্ডা

পদ্মাবতীর পিতা জনৈক ব্রাহ্মণ

বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেন

লক্ষ্মণসেনের রাণী অরুণা

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বৃঢ়ণ মিশ্র

রাজার শ্যালক

কয়েকজন সভাসদ্

কয়েকজন দস্যু ও দস্যুসর্দার

কয়েকজন নাগরিক

রাণীর কয়েকজন সহচরী

রাজবৈদ্য

বাউল

দৃশ্যপট :

পুরীর মন্দিরের পথ

নবদ্বীপের রাজপথ

জয়দেবের কুটীর

রাজ-অন্তঃপুর

রাজোদ্যান

বনপথ

শিবির

বেশভূষা :

রাজা, রাণী ও রাজশ্যালকের রাজকীয় পোষাক

সভাসদ্‌দের রেশমী পোষাক

বৃদ্ধ মিশ্রের গরদের কাপড় ও চাদর

দস্যুদলের হাতে লাঠি ও খেঁটে কাপড়

বাউলের গৈরিক বেশ

অপর সকলের সাধারণ পরিচ্ছদ

স্থান ও কাল :

স্থান : পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির তোরণ

কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের গৃহ

নবদ্বীপের রাজসভা

মহানদীর তীরে লক্ষ্মণসেনের শিবির

নবদ্বীপের রাজ-অন্তঃপুর

নবদ্বীপের রাজপথ

রাজ্যসীমান্তের বনপথ

কাল : ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিক

প্রথম দৃশ্য

স্থান : পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির তোরণ।

কাল : বেলা দ্বিপ্রহর।

[মন্দিরের তোরণে এসে দাঁড়ালেন জয়দেব। পিছনে পিছনে জন চারেক পাণ্ডার প্রবেশ]

জয়দেব। এরই মধ্যে বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হোল, কিন্তু আমার পূজা তো এখনও শেষ হয় নি।

১ম পাণ্ডা। আবার বিকালে আসবেন।

জয়দেব। এখানে দাঁড়িয়ে প্রণামটা সেরে যাই।

২য় পাণ্ডা। আর এখানে দাঁড়িও না ঠাকুর, দ্বার বন্ধ করে আমরা গৃহে যাই, আমাদেরও তো আহারাদি আছে।

[জয়দেব তোরণে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানালেন]

জয়দেব। এতো দেখি তবু তো আমার আশা মেটে না।

৩য় পাণ্ডা। ভক্তের আশা কি মেটে ঠাকুর, সারাজীবন পূজা করলেও আপনার আশা মিটবে না।

জয়দেব। ঠিক বলেছ, সারাজীবন পূজা করলেও আমার আশা মিটবে না।

[হাত জোড় করে স্তোত্র আবৃত্তি সুরু করলেন]

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদম্

বিহিত বহিত্র চরিত্রম খেদম্।

কেশব ধৃতমীনশরীর

জয় জগদীশ হরে॥

[পিছনের পর্দায় মৎস্য অবতারের ছবি ভেসে উঠলো]

ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে,
ধরণিধারণ কিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥

[পিছনের পর্দায় কূর্ম অবতারের ছবি ভেসে উঠলো]

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

[পিছনের পর্দায় বরাহ অবতারের ছবি ভেসে উঠলো]

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গম্
দলিত হিরণ্যকশিপু তনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃত নরহরিরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

[পিছনের পর্দায় নৃসিংহ অবতারের ছবি ভেসে উঠলো]

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন
পদনখ নীরজনিত জনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

[পিছনের পর্দায় বামন অবতারের ছবি ভেসে উঠলো]

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্ ।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

[পিছনের পর্দায় পরশুরামের ছবি ভেসে উঠলো]

বিতরসি দিক্ষু রণে দিকপতিকমনীয়ম্
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্ ।
কেশব ধৃতরামশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥

[পিছনের পর্দার রাম অবতারের ছবি ভেসে উঠলো]

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্ ।
কেশব ধৃতহলধররূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

[পিছনের পর্দায় বলরামের ছবি ভেসে উঠলো]

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে ।

[পিছনের পর্দায় বুদ্ধের ছবি ভেসে উঠলো]

ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥

[পিছনের পর্দায় কল্কি অবতারের ছবি ভেসে উঠলো]

[জয়দেবের সামনে মন্দির-দ্বার ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল]

পাণ্ডা। এখন বাড়ী গিয়ে আহারাদি করুন গে ঠাকুর, আবার সন্ধ্যায় এসে পূজার্চনা স্তব পাঠ করবেন।

[পাণ্ডাদের প্রস্থান]

[জয়দেব মন্দিরের চৌকাঠে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন একটি মেয়ের হাত ধরে এক ব্রাহ্মণের প্রবেশ]

ব্রাহ্মণ। বাবা, আপনিই কি জয়দেব গোস্বামী?

জয়দেব। হ্যাঁ, কেন?

ব্রাহ্মণ। আমি আপনার শরণার্থী।

জয়দেব। আমার শরণার্থী? আমি নিঃস্ব ব্রাহ্মণ, আমার দেবার মত তো কিছুই নেই।

ব্রাহ্মণ। আমি কিছু চাইতে আসিনি বাবা, আমি আপনাকে কিছু দিতে এসেছি।

জয়দেব। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ভিক্ষা করতে করতে কেন্দুবিল্ব থেকে নীলাচলে এসেছি, যদি আমার গ্রহণযোগ্য হয়, যা দেবেন অবশ্য গ্রহণ করবো। কিন্তু বেশী কিছু হলে, তা আমি নিতে পারবো না।

ব্রাহ্মণ। আপনার গ্রহণের যোগ্য কি অযোগ্য জানি না, কিন্তু জগন্নাথদেবের আদেশ, আমি তো অন্যথা করতে পারিনা।

জয়দেব। দেবতার আদেশ, আমি মাথা পেতে নোব।

ব্রাহ্মণ। আপনি আমার এই কন্যাটিকে গ্রহণ করুন।

জয়দেব। একি বলছেন আপনি! আমি ব্রহ্মচারী, গৃহত্যাগ করে এসেছি, কামিনী ও কাঞ্চনে আমার তো কোন প্রয়োজন নেই।

ব্রাহ্মণ। আমি তো কিছুই জানি না, জগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ পালন করতে এসেছি শুধু।

জয়দেব। দেবতার প্রত্যাদেশ? রাধা গোবিন্দ কি আমায় ছলনা করছেন? না না প্রভু, আপনি যান, আমি আপনার দান গ্রহণ করতে পারবো না, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

ব্রাহ্মণ। আমি নিমিত্ত মাত্র। দেবতার আদেশ আমি পালন করছি মাত্র। তোমার যা ইচ্ছা, দেবতার চরণে নিবেদন কর, আমাকে বলার কিছু নেই।

[কন্যার প্রতি—]

মা, জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ, ইনিই তোমার স্বামী, এঁর সেবা করে জীবনকে সার্থক করে তুলো। আশীর্বাদ করি চিরায়ুষ্মতী হও।

[ব্রাহ্মণ নিষ্ক্রান্ত হলেন]

জয়দেব। শুনুন, শুনুন—

[জয়দেব ব্রাহ্মণের পিছনে ছুটে যাবার উদ্যোগ করলেন, এমন সময় পদ্মাবতী ভূমিষ্ঠ হয়ে জয়দেবকে প্রণাম করলো। জয়দেব থমকে দাঁড়ালেন, তারপর দু'পা পিছিয়ে গেলেন]

না না না, এ তুমি কি করছ ?

পদ্মাবতী। পিতা আপনার হাতে আমাকে সমর্পন করে গেলেন।

জয়দেব। নানা, তুমি ফিরে যাও।

পদ্মাবতী। জগন্নাথদেবের কাছে মানসিক মেনে আমার জন্ম হয়। বাবা মা আমাকে মন্দিরের দেবদাসী করার জন্তই তৈরী করে তুলে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ পেয়ে বাবা আপনার হাতে আমাকে সমর্পণ করে গেলেন।

জয়দেব। চল, তোমার পিতার কাছে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

পদ্মাবতী। ফিরে যাবার পথ নেই। দেবতার আদেশ—পনেরো বছরের পরে আর আমাকে গৃহে রাখা চলবে না, থাকলে আমার মৃত্যু ঘটবে। সেইজন্যই পিতা আমাকে আর ঘরে রাখবেন না। মন্দিরে দেবদাসী হবারও আর উপায় নেই, পিতা আপনার হাতে আমাকে সমর্পণ করে গেছেন, গন্ধর্বমতে আমি এখন বিবাহিতা, বিবাহিতার দেবদাসী হওয়া চলে না। কাজেই আপনার গৃহে স্থান না পেলে মৃত্যু ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই।

জয়দেব। রাধামাধব, এ তোমার কি ছলনা প্রভু? আমি এখন কি করি, আমায় পথ বলে দাও।

পদ্মাবতী। যদি আপনার মন ব্যাকুল হয় তো, অনুমতি দিন সাগরের জলে আমি প্রাণ বিসর্জন দিইগে—

জয়দেব। মরবে? না না, মরবে কেন?

[বাউলের প্রবেশ]

বাউল। গান :

রাধা মাধব শ্যামসুন্দর
কৃষ্ণ মুরারী মোহন বংশীধর,
তুহুঁ লাগি জাগি দিন রাত সারা,
তুহুঁ লাগি ঝরে আঁখির ধারা,
তোঞার বিরহে হৃদি জরজর
তবু মিলিলে না হে শ্যামসুন্দর—
কৃষ্ণ মুরারী মোহন বংশীধর।
কত খেলা খেল হে প্রভু আমারি,
কত ছল কর প্রভু গিরিধারী,
শোক দুঃখ মায়া বন্ধনে বাঁধি
নিতি নব নব মায়া ধর—
রাধা মাধব হে শ্যামসুন্দর,
কৃষ্ণ মুরারী মোহন বংশীধর।
যত দুঃখ দাও আমি ঠিক রব,
যা করিবে দান মাথা পেতে লব

মনে যাহা আছে প্রভু তুমি কর
আমি তব দাস হে শ্যামসুন্দর—
কৃষ্ণ মুরারী হে মোহন বংশীধর।

[গাইতে গাইতে বাউলের প্রস্থান]

জয়দেব। রাধামাধব, তোমার মনে এই ছিল? তুমি আবার আমাকে এমনি ভাবে বাঁধতে চাও! আমাকে পরীক্ষা করতে চাও প্রভু!

পদ্মাবতী। আমার দ্বারা আপনার সাধনার পথে কোন বাধা হবে না প্রভু, আপনি আমায় অনুমতি দিন, আমি যাই।

জয়দেব। না না, সে আমি পারবো না, আত্মহত্যার অনুমতি দিতে আমি পারবো না।

পদ্মাবতী। তাহলে কি করবো বলে দিন।

জয়দেব। রাধামাধব, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

[জয়দেব চিন্তিত ভাবে ধীরে পদে নিক্রান্ত হলেন।
পদ্মাবতী অনুগমন করলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান ঃ কেন্দুবিল্ব। জয়দেবের কুটীর।

[রাধামাধবের বিগ্রহের সামনে জয়দেব বসে আছেন। পিছনে একপাশে বসে আছেন পদ্মাবতী]

জয়দেব। জয় রাধামাধব শ্যাম সুন্দর,
কৃষ্ণ মুরারী মোহন বংশীধর।

পদ্মাবতী। জয় রাধামাধব শ্যামসুন্দর
কৃষ্ণ মুরারী মোহন বংশীধর।

জয়দেব। নবনীত লোভা কমনীয় রূপ
নবঘন শ্যাম রূপ মনোহর।

পদ্মাবতী। নবনীত লোভা কমনীয় রূপ
নবঘন শ্যাম, রূপ মনোহর।

জয়দেব। বৃন্দাবনের তুহুঁ রাখাল বালক
যমুনা পুলিনে তুহুঁ বাঁশরী বাদক
মথুরা নগরে তুহুঁ প্রজা পালক
কংসেরি দর্প অপহারী।

পদ্মাবতী। বৃন্দাবনে তুহুঁ রাখাল বালক,
যমুনা পুলিনে তুহুঁ বাঁশরী বাদক,
মথুরা নগরে তুহুঁ প্রজা পালক
কংসেরি দর্প অপহারী।

জয়দেব। কুরুক্ষেত্রে তুহুঁ অর্জুন সারথি,
গীতা-উদ্‌গাতা বিশ্বের গতি,

তুহুঁ নারায়ণ জগতের পতি
পতিত পাবন মুরারী।

পদ্মাবতী। কুরুক্ষেত্রে তুহুঁ অর্জুন সারথি,
গীতা-উদ্‌গাতা বিশ্বের গতি,
তুহুঁ নারায়ণ জগতের পতি,
পতিত পাবন মুরারী।

জয়দেব। তুহুঁ মম জীবন, তুহুঁ মম মরণ,
তুহুঁ মম সরবস্ব, তোঁহে হৃদি ধারণ
তুহুঁ চরণে করি আপনা সমর্পন
তুহুঁ মম কান্ত মনোহর।

পদ্মাবতী। তুহুঁ মম জীবন, তুহুঁ মম মরণ,
তুহুঁ মম সরবস্ব, তোঁহে হৃদি ধারণ,
তুহুঁ চরণে করি আপনা সমর্পন,
তুহুঁ মম কান্ত মনোহর।

উভয়ে। জয় রাধামাধব, জয় শ্যামসুন্দর,
জয় কৃষ্ণ মুরারী মোহন বংশীধর,
পতিত পাবন মম সন্তাপ হর,
জয় রাধামাধব, জয় শ্যামসুন্দর॥

জয়দেব। ঠাকুর, তোমায় এতো ডাকি তবু তো কই তুমি সাড়া দাও না। বুঝেছি প্রভু, আমার গান তোমার মনে ধরে না। কি করলে তোমার মনের মত হয় তাই বলে দাও ঠাকুর!

পদ্মাবতী। প্রভু! কাল রাত্রে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম যে আপনি দেবভাষায় একখানি কাব্য রচনা করে রাধামাধবের সামনে পাঠ করছেন, ঠাকুরের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে।

জয়দেব। আমারও মাঝে মাঝে মনে হয় পদ্মা, দেবভাষায় কিছু রচনা করি কিন্তু সাহস পাই না।

পদ্মাবতী। সামনে জন্মাষ্টমী আসছে ঐদিন রাধামাধবের চরণ শরণ করে আপনি রচনা আরম্ভ করুন। গোবিন্দের কৃপায় আপনার রচনা সার্থক হবে।

জয়দেব। কিন্তু গোবিন্দের লীলা বর্ণনা করার মত শক্তি আমার কোথায়?

পদ্মাবতী। প্রভু, গোবিন্দের কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গুও পর্বত লঙ্ঘন করে।

জয়দেব। বেশ, দেখি চেষ্টা করে। ঠাকুর, দেখি তুমি সাড়া দাও কিনা।

জয় রাধামাধব জয় শ্যামসুন্দর,
জয় কৃষ্ণ মুরারী মোহন বংশীধর।

[পর্দা নেমে এল।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান ঃ জয়দেবের গৃহ। ঘরের সামনের বারান্দা।

জয়দেব বসে লিখছেন।

জয়দেব। স্মরগরল খণ্ডনম

মম শিরসি মণ্ডণম্

তারপর? [কিছুক্ষণ চিন্তা]

স্মরগরল খণ্ডনম্

মম শিরসি মণ্ডণম্

তারপর?

[পদ্মাবতীর প্রবেশ]

পদ্মাবতী। প্রভু, স্নান আহারের সময় হয়েছে। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়।

জয়দেব। হ্যাঁ, যাই।

স্মরগরল খণ্ডনম্

মম শিরসি মণ্ডণম্

তারপর?

পদ্মাবতী। প্রভু, আর বিলম্ব করবেন না।

জয়দেব। হ্যাঁ, কি বলছ পদ্মা?

পদ্মাবতী। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়, স্নান করতে যান।

জয়দেব। হ্যাঁ, তাই যাই, গামছা দাও—আমার কাব্য আর সম্পূর্ণ হোল না, পদ্মা।

পদ্মাবতী। ভালো কাব্য রচনা করতে দীর্ঘ সময় তো লাগবেই প্রভু।

জয়দেব। আর রচনা করতে পারছি না পদ্মা, দশম সর্গে একটা শ্লোকের কিছুতেই পদপূরণ করতে পারছি না, মনে যা আসে তা লিখতে সাহস পাই না, কাব্য অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

পদ্মাবতী। আহারাদির পর মতিস্থির করে আবার রচনা করবেন, প্রভু।

জয়দেব। সবই রাধামাধবের ইচ্ছা পদ্মাবতী, আমার অহংকার হয়েছিল আমি লিখতে পারবো, দর্পহারী আমার সে দর্প চূর্ণ করলেন।

[জয়দেব উঠে দাঁড়ালেন, পদ্মাবতী একখানি কাপড় ও একখানি গামছা এনে তাঁর হাতে দিলেন।]

জয়দেব। রাধামাধব এই কি তোমার মনে ছিল! [নিষ্ক্রমণ]

[পদ্মাবতী পুঁথি ও কালি-কলম ঘরের মধ্যে তুলে রাখলেন। জয়দেবের পুনঃ প্রবেশ]

জয়দেব। পদ্মা।

পদ্মাবতী। প্রভু, এখনি ফিরে এলেন ?

জয়দেব। শ্লোকের ওই চরণটি মনে পড়লো, যদি আবার ভুলে যাই তাই পূরণ করতে এলাম। পুঁথি ও কালি-কলম এনে দাও।

[পদ্মাবতী পুঁথি ও কালি-কলম এনে দিলেন, জয়দেব লিখতে বসলেন। লেখা শেষ করে পুঁথি বেঁধে]

—আজ আর নদীতে স্নান করতে যাব না পদ্মা, আজ গৃহেই স্নান করি। তুমি পূজার আয়োজন কর। [নিষ্ক্রমণ]

[পদ্মাবতী গৃহের মধ্যে পূজার আয়োজন করতে লাগলেন। জয়দেব গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন। পদ্মাবতী এসে বারান্দার একটি খুঁটি ধরে দাঁড়ালেন, ইতিমধ্যে ভিজা কাপড় হাতে নিয়ে ভিজা গামছা মাথায় চাপা দিয়ে জয়দেব প্রবেশ করলেন।]

পদ্মাবতী। একি প্রভু! এই তো আপনি স্নান শেষ করে পূজায় বসলেন।

জয়দেব। আমি স্নান শেষ করে পূজায় বসলাম ?

পদ্মাবতী। [দ্রুতপদে ঘরের দরজায় এসে ভিতরের পানে তাকালেন] এই তো প্রভু, আপনি পূজা করে গেছেন, ধূপ জ্বলছে।

জয়দেব। [ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন] সত্যই তো, পূজা হয়ে গেছে। অপূর্ব সুগন্ধে ঘর ভরে আছে। ব্যাপার কি পদ্মাবতী ?

পদ্মাবতী। আশ্চর্য। আপনি স্নান করতে গিয়ে পথ থেকে ফিরে এলেন, বললেন, 'শ্লোকের ওই চরণটি মনে পড়লো, যদি আবার ভুলে যাই তাই পূরণ করতে এলাম। পুঁথি ও কালি-কলম এনে দাও।' পুঁথি নিয়ে শ্লোকের পদপূরণ করলেন। তারপর গৃহেই স্নান করে পূজায় বসলেন।

জয়দেব। আমি এসে পদপূরণ করলাম ? দেখি দেখি, পুঁথি দেখি ?

জয়দেব। স্মরগরল খণ্ডনম্
মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
—দেহি পদপল্লবমুদারম্।
—দেহি পদপল্লবমুদারম্।
অপূর্ব, পদ্মাবতী অপূর্ব!
—দেহি পদপল্লবমুদারম্।

যিনি লিখলেন, তিনি কোথায় পদ্মাবতী, এতো আর কারও লেখা নয়, এ তিনি নিজে এসে লিখে দিয়ে গেছেন, পদ্মাবতী। যিনি লিখলেন, তিনি কোথায় গেলেন পদ্মাবতী?

পদ্মাবতী। আপনি আসেন নি, প্রভু?

জয়দেব। তুমি ধন্য পদ্মাবতী, রাধামাধবের দর্শন তুমি পেয়েছ? ধন্য আমার এই কাব্য! [কাব্যখানি মাথায় ছোঁয়ালেন। তুমি ভাগ্যবতী পদ্মা, তিনি তোমায় দেখা দিয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি আমায় তো দেখা দিলেন না, রাধামাধবের চরণে আমি কি অপরাধ করেছি পদ্মা?

[জয়দেব কাঁদতে লাগলেন।

[পর্দা নেমে এলো]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান : নবদ্বীপের পথ।

জয়দেব ও পদ্মাবতী।

জয়দেব। এই নবদ্বীপ। সবাই ব্যস্ত, সবাই অর্থের সন্ধানে ফিরছে। এখানে কাব্য শোনার মত অবসর কই? এদেরকে আমার কাব্য শোনাই কি করে? শোনাই কখন্? এর চেয়ে আমার কেন্দুবিল্বই তো ভালো ছিল, পদ্মাবতী।

পদ্মাবতী। ভগবদ্‌লীলা প্রচার করাই ভক্তের কাম্য। আপনার এই ভক্তি-কাব্য গুণীজনদের কাছেই তো পাঠ করতে হবে।

জয়দেব। গুণীজন মানে রাজসভা, দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি, রাজসভার জাঁকজমকের মাঝে নিজেকে বড় ছোট বলে মনে হয়, ভীড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে দেখে চলে আসি, মহারাজের সামনে গিয়ে কথা আর বলতে পারি না।

পদ্মাবতী। কেন, কিন্তু বোধ করেন প্রভু, এ কাব্য তো সাধারণ কাব্য নয়, স্বয়ং রাধামাধব এসে এর পদপূরণ করে গেছেন।

জয়দেব। তবু তো সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারি না, পদ্মাবতী। তিনদিন রাজসভায় গিয়ে ফিরে এসেছি।

পদ্মাবতী। আপনি যদি না পারেন তো অনুমতি করুন, আমি

একবার মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। শুনেছে মহারাণী অরুণাদেবীর অত্যন্ত কোমল স্বভাব, দেখি যদি তাঁকে দিয়ে মহারাজকে বলাতে পারি।

জয়দেব। দেখ। সবই রাধামাধবের ইচ্ছা, তিনি যা করাবেন, তাই হবে।

পদ্মাবতী। রাধামাধবের চরণ শরণ করে কালই আমি যাব।

জয়দেব। জয় রাধামাধব শ্যামসুন্দর মোহন বংশীধারী
জয় কৃষ্ণগোপাল দ্বারকাপতি পার্থসারথি, মুরারী ॥

পদ্মাবতী। জয় রাধামাধব শ্যামসুন্দর মোহন বংশীধারী।
জয় কৃষ্ণগোপাল দ্বারকাপতি পার্থসারথি মুরারী ॥

উভয়ে। জয় রাধামাধব শ্যামসুন্দর মোহন বংশীধারী।
জয় কৃষ্ণগোপাল দ্বারকাপতি পার্থসারথি মুরারী ॥

[পর্দা নেমে এলো]

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান : উদ্যান সংলগ্ন প্রাঙ্গন। নবদ্বীপের রাজপ্রাসাদ।

[illegible] সহ মহারাজ লক্ষ্মণসেন আসীন।

[পণ্ডিত বৃঢ়ণ মিশ্রের প্রবেশ।]

বৃঢ়ণ। মহারাজের জয় হোক্!

মহারাজ। সুস্বাগতম্।

বৃঢ়ণ। সমগ্র উত্তরাপথ পরিক্রমা করিয়া আমি আপনার রাজ্যে আগমন করিয়াছি। অত্রস্থ শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞের সহিত শাস্ত্র বিচারে অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা পোষণ করি।

লক্ষ্মণসেন। আপনার পরিচয় দিলে কৃতার্থ হব।

বৃঢ়ণ। আমার পরিচয় আমার বিদ্যা।

লক্ষ্মণসেন। কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় পেলে সুখী হতাম।

বৃঢ়ণ। বিদ্যা ছাড়া আর কোন পরিচয় দেওয়া আমি অবান্তর বলিয়া মনে করি।

লক্ষ্মণসেন। বেশ, সেই পরিচয়ই দিন।

বৃঢ়ণ। একক শাস্ত্রবিদ্যার পরিচয় প্রদান করা তো সম্ভব নয়, মহারাজ।

লক্ষ্মণসেন। আপনার সঙ্গীত বিদ্যার পরিচয় দিন।

বৃঢ়ণ। উত্তম। এই যে দেখিতেছেন দুইটি পলাশ বৃক্ষ, এই

বৃক্ষদ্বয়ের প্রতি আপনারা দৃষ্টিপাত করুন। আমার সঙ্গীতের ধ্বনিতরঙ্গের প্রভাব লক্ষ্য করুন।

[বৃদ্ধ সঙ্গীতের সুর ভাঁজতে লাগলেন, তারপর সুরু হোল গান]

গান :

বিগত হেমন্ত, শৈত্য থরথর,
শিশির হিমবায়, ধরণী জরজর।
লুপ্ত কুসুমভার ভ্রমর গুঞ্জন
লুপ্ত মধুপদল নয়ন রঞ্জন
ধূসর পত্র'পরে অনিল মর্মর।
শীতে সঙ্কুচিতা শুষ্ক শাখাকুল
কুঞ্জে কুঞ্জে আর ফুটে নাক' ফুল,
তরু শাখে আর সহে না পত্রভার
ঝরে পাতা ঝরে, ঝরে অনিবার।
বিগত হেমন্ত শৈত্য থরথর
শিশির হিমবায় ধরণী জরজর॥

[পলাশ গাছের ফুল ও পাতাগুলি ঝরে পড়তে সুরু করলো।]

লক্ষ্মণসেন। সত্যই আপনি গুণী, আপনার সমকক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ আমার রাজ্যে কেহ আছেন বলে আমি শুনিনি।

[মহারাণীর পরিচারিকার সঙ্গে পদ্মাবতীর প্রবেশ।]

পরিচারিকা। রাণীমা এঁকে পাঠিয়ে দিলেন, ইনি মহারাজের চরণে কিছু নিবেদন করতে চান।

লক্ষ্মণসেন। বল ভদ্রে, কি বলতে চাও?

পদ্মাবতী। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের চরণে আমার একটু নিবেদন আছে, আপনার অনুমতি পেলে বলতে পারি।

লক্ষ্মণসেন। বল।

পদ্মাবতী। এইমাত্র পাঠমঞ্জরী রাগের আলাপ করে পণ্ডিত মশাই দুটি পলাশ গাছকে নিষ্পত্র করে ফেললেন। আর কোন সঙ্গীতে পণ্ডিত মশাই এই গাছ দুটির পাতাগুলি গজিয়ে দিতে পারবেন কি?

বুঢ়ণ। তাহা সম্ভব নহে।

পদ্মাবতী। কেন সম্ভব নয় পণ্ডিত মশাই?

বুঢ়ণ। ধ্বংস করা যত সহজ, সৃষ্টি করা তত সহজ নহে।

পদ্মাবতী। শুনেছি বসন্ত রাগে বৃক্ষলতা পল্লবিত হয়।

বুঢ়ণ। আমি কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই।

পদ্মাবতী। পাঠমঞ্জরী রাগে বৃক্ষলতা নিষ্পত্র হয়, তাহলে বসন্ত রাগে বৃক্ষলতা পল্লবিত হবে না কেন? শাস্ত্রবাক্য তো মিথ্যা হবার নয়।

বুঢ়ণ। আমি রমণীর সহিত শাস্ত্রবিচার করি না।

পদ্মাবতী। কেন, শঙ্করাচার্যের মত রমণীর কাছে পরাজয়ের ভয় রাখেন বুঝি?

বুঢ়ণ। মহারাজ, এই রমণীই কি আপনার রাজ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতানী?

পদ্মাবতী। মহারাজ, ইনি সঙ্গীতজ্ঞ বলে পরিচয় দিয়েছেন,

পাঠমঞ্জরী রাগের আলাপ করে শুনিয়েছেন, কিন্তু বসন্ত রাগ সম্বন্ধে এঁর অজ্ঞতা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে বসন্ত রাগ সম্পর্কে আমি আপনাকে আলাপ শোনাতে পারি, এবং আমি বিশ্বাস করি যে তা'তে এই পত্রহীন গাছ দুটি আবার সবুজ পাতায় ভরে উঠবে!

বৃদ্ধ। মহারাজ, রমণীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার ইচ্ছা আমার নাই, আপনার রাজ্যে যদি কোন যোগ্য পণ্ডিত বর্তমান থাকেন, তাঁকে আহ্বান করুন।

পদ্মাবতী। উত্তম, মহারাজ যদি অনুমতি করেন, আমি আমার স্বামীকে ডেকে আনি।

[মহারাজ মাথা নাড়লেন, পদ্মাবতী দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হলেন।
জয়দেব ও পদ্মাবতীর পুনঃ প্রবেশ]

জয়দেব। মহারাজের জয় হোক্!

মহারাজ। সুস্বাগতম্!

জয়দেব। জয়স্তু!

মহারাজ। আপনার পরিচয়?

জয়দেব। জয়দেব গোস্বামী। কেন্দুবিল্ব গ্রামের রাধামাধবের পূজারী। মহারাজের দর্শন অভিলাষে নবদ্বীপে এসেছি।

মহারাজ। এই ব্রাহ্মণ উত্তরাপথ পরিক্রমণ করে নবদ্বীপে এসেছেন, শাস্ত্র ও সঙ্গীতের বিচার করতে চান। পাঠমঞ্জরী রাগের আলাপে তিনি এই পলাশ গাছ দুটিকে

নিষ্পত্র করেছেন, আপনি তার উত্তরে বসন্ত রাগের আলাপ করে এই গাছ দুটি আবার পত্রময় করে তুলতে পারবেন কি ?

জয়দেব। আপনার আদেশ পেলে চেষ্টা করে দেখতে পারি মহারাজ, তবে সফল হওয়া না-হওয়া রাধামাধবের ইচ্ছা।

বৃদ্ধণ। বিদ্যাবত্তা থাকে প্রকাশ কর, প্রত্যক্ষ করি।

জয়দেব। আমার শক্তি তো কিছুই নেই পণ্ডিতবর, রাধামাধব যদি ইচ্ছা করেন তবেই হবে।

বৃদ্ধণ। রাধামাধব আর রাধামাধব! তাহা হইলে রাজসভায় তোমার আগমনের কি প্রয়োজন ছিল, রাধামাধবকে পাঠাইলেই তো চলিত ?

জয়দেব। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।

লক্ষ্মণসেন। অবান্তর বিতর্কের প্রয়োজন নেই, আপনি বসন্ত রাগের আলাপ সুরু করুন, গোস্বামী।

জয়দেব। গান :

আজি বসন্ত এলো—
শুষ্ক তরুশাখে পত্র মুকুলিত
পুষ্পকোরক যত মঞ্জুরিল।
কিশলয়ে জাগে হরিত শোভা
কুসুমে রং জাগে চিত্তলোভা

পলাশ বকুল গাঁদা গন্ধরাজে

কেতকী গোলাপ বেল শাখা রঞ্জিল

পুষ্পকোরক যত মঞ্জুরিল।

আজি বসন্ত এলো—

এলো দখিণ হাওয়া

এলো মধুপদল

এলো প্রজাপতি

চকিত চঞ্চল

রঙে রঙীন হোল কুঞ্জশাখা

সুবাসে দখিণ হাওয়া আকুলিল

আজি বসন্ত এলো—

[সুরের ঝঙ্কারে নিষ্পত্র শাখাগুলি কাঁপতে লাগলো, শাখায় শাখায় মুকুলিত হোল পাতা, ফুটলো ফুল।

গান থামলো, সবাই স্তব্ধ]

লক্ষ্মণসেন। অপূর্ব! অসামান্য! এমন সঙ্গীতালাপ আমি আর কখনও শুনিনি।

জয়দেব। রাধামাধবের কৃপা, মহারাজ!

বুঢ়ণ। এইরূপ অনন্যসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভা ইতিপূর্বে কখনও আমার গোচরে আসে নাই, ইহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে আমার কোনও দ্বিধা নাই। আমি আপনার প্রতিভাকে প্রণাম জানাইতেছি, ব্রাহ্মণ।

[প্রণাম করলেন]

জয়দেব। আমাকে কেন অপরাধী করছেন পণ্ডিতবর, আপনার প্রণাম রাধামাধবের চরণে পৌঁছে দিন আমি তাঁর দাস মাত্র।

[প্রতি প্রণাম জানালেন।]

লক্ষ্মণসেন। আমি তোমাকে রাজকবি পদে বরণ করলাম, গোস্বামী।

[কণ্ঠহার খুলে জয়দেবের গলায় পরিয়ে দিলেন।]

সকলে। সাধু সাধু! মহারাজ লক্ষ্মণসেনের জয় হোক্!

[পর্দা নেমে এল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান ঃ মহানদীর তীরে লক্ষ্মণসেনের শিবির।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন, কয়েকজন পার্ষদ ও জয়দেব।

রাজ শ্যালক। রাজকবি, এবার আপনি একখানি বিজয়-কাব্য রচনা করুন।

জয়দেব। বিজয়-কাব্য ?

শ্যালক। হ্যাঁ। সম্রাট উড়িষ্যা জয় করলেন, তারই গৌরব-কাহিনী নিয়ে এবার এমন একখানি কাব্য রচনা করুন, যা বাংলার ঘরে ঘরে লোকের মুখে গীত হবে, চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে সম্রাটের নাম।

১ম পার্ষদ। কাব্য রচনার এমন উপকরণ আর পাবেন না, রাজকবি।

২য় পার্ষদ। মারামারি খুনোখুনি নিয়ে এমন কাব্য লিখবেন যেন পড়লেই রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

জয়দেব। কিন্তু শুধু গোবিন্দের গীত রচনা করতেই আমার ভালো লাগে ভাই, আর কিছু রচনা করতে গেলে প্রাণের সাড়া পাই না।

শ্যালক। আপনি এদিকে চিন্তা করেননি বলেই এখন এইরূপ মনে হচ্ছে, একবার এইদিকে রচনা সুরু করলেই আপনি রচনা করতে পারবেন।

১ম পার্ষদ। আপনি কবি, আপনার লেখনীতে সরস্বতী অধিষ্ঠান করে আছেন।

২য় পার্ষদ। শুধু কবি,—রাজকবি! কথায় বলে—রাজকবির লেখনী তো নয়, গণেশের লেখনী! গণেশ তো আর যে-সে দেবতা নন, বেদ লিখেছিলেন, আর এ তো সামান্য উড়িষ্যা বিজয়-কাব্য।

১ম পার্ষদ। উড়িষ্যা বিজয় সামান্য হোল? ঠিক ঠিক লিখতে পারলে এই মহাকাব্য হবে।

শ্যালক। আপনি রচনা করতে আরম্ভ করুন, রাজকবি।

জয়দেব। কিন্তু খুনোখুনি মারামারি নিয়ে কাব্য রচনা করতে তো প্রাণ চায় না ভাই।

শ্যালক। সম্রাটের সভাকবি আপনি, সম্রাটের গৌরব আপনি গাইবেন না?

জয়দেব। মানুষকে আঘাত করা, হত্যা করার মাঝে গৌরব কিছু নেই, কুমার। মানুষের সেবা করা, অন্যের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার মাঝেই আছে যত গৌরব।

শ্যালক। শুনলেন মহারাজ, আপনার উড়িষ্যা বিজয়ের মাঝে কোন গৌরব নেই। এ নিয়ে রাজকবির লিখতে ইচ্ছা করে না।

জয়দেব। যা সত্য, যা সুন্দর, যা আনন্দময়, কবি তারই পূজারী। আনন্দ আহরণ করে সকলকে আনন্দদান করাই কবির কাজ। সংগ্রাম—হিংসা ও রক্তপাতের মধ্যে সে আনন্দ কোথায়? একদিকে আঘাত পাওয়ার আর্তনাদ, আরেক দিকে আঘাত-করার উল্লাস,—এর মধ্যে মানবতার সুষমা

কোথায়—মনুষ্যত্বের বিকাশ কোথায়? নিষ্ঠুরতার মধ্যে মানুষকে আনন্দলোকের সন্ধান দেব কোথা থেকে?

লক্ষ্মণসেন। এই বিজয়ের মধ্যে গৌরব করার কি কিছুই নেই কবি?

জয়দেব। আমি তো কিছুই খুঁজে পাই না, মহারাজ।

শ্যালক। সম্রাট, অযোগ্য পাত্রে আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন।

জয়দেব। আপনি আমাকে বিদায় দিন সম্রাট, আমি পূজারী ব্রাহ্মণ, আমার দেব-সেবাই ভাল, পল্লীর পর্ণকুটিরে রাধামাধবের সেবা করেই আমি জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দিতে চাই।

শ্যালক। তাই যান। খড়ের ঘরে বসে রাধামাধবের পূজা করুন গে, যুদ্ধের গৌরব বোঝা আপনার কর্ম নয়।

জয়দেব। মহারাজ, আপনি আমাকে যে সম্মান দিয়েছিলেন, আমি তার যোগ্য নই, আজ আমায় বিদায় দিন।

লক্ষ্মণসেন। আপনি যদি যেতে চান, যান।

জয়দেব। মহারাজের জয় হোক্!

[প্রস্থান]

লক্ষ্মণসেন। কবি সত্যই চলে গেল!

শ্যালক। যেতে দিন মহারাজ, বাংলাদেশে কবির অভাব নেই।

১ম পার্ষদ। লিখতে গেলে লেখনী ভেঙে যায়, উনি আবার কবি!

২য় পার্ষদ। রা-জ ক-বি!

১ম পার্ষদ। হ্যাঁ, কবি ছিলেন আমার পিসেমশাই, বেড়ালে

মাছ চুরি করে খেয়ে গেল, তাই নিয়েই তিনি কবিতা লিখে ফেললেন।

২য় পার্ষদ। কেন আমার মেশোমশাই? ছেলের সর্দি হয়েছে তাই নিয়েই এক কবিতা—

সর্দি, সর্দি, নাকে জল ঝরলো,
চোখ লাল, জ্বরভাব, মাথা বুঝি ধরলো!
কতদিন ভোগাবে টের কিছু পাচ্ছ?
কেবলই তো বার বার—হ্যাঁচ্ছোঃ হ্যাঁচ্ছোঃ!

১ম পার্ষদ। কবি ঘরে ঘরে আছে।

২য় পার্ষদ। যদি এক একজনকে এক একদিন রাজসভায় ডাকা হয়, তা'হলে এক বছরেও কবির সংখ্যা শেষ হবে না।

[লক্ষ্মণসেন ধীরে ধীরে বাহির হয়ে গেলেন।]

[পর্দা নেমে এল]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান : বনপথ। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে।

জয়দেব ও জনৈক পথিক।

পথিক। কি গো ঠাকুর, নদীয়া যাবেন বুঝি ?

জয়দেব। হ্যাঁ।

পথিক। আমিও তো ওই একই পথের পথিক। একা একা মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, যাক্ তবু আপনাকে সঙ্গী পাওয়া গেল। এখন রাতটা কোথায় কাটাই বলুন দিকি, কাছাকাছি কোন চটি কি গাঁ আছে বলে জানেন ?

জয়দেব। আমি এ পথে এর আগে আর আসিনি।

পথিক। তবেই তো মুস্কিল হোল, আমিও যে এর আগে কখনও এ পথে আসি নি।

জয়দেব। আশ্রয় না মেলে কোন গাছতলায় রাত কাটিয়ে দোব।

পথিক। এটা কি একটা কথা হোল, বনের মাঝে গাছতলায় কখনও রাত কাটানো যায় ? বাঘ-ভাল্লুকের ভয় নেই ? ঝোপ-ঝাড়ের পিছন থেকে হালুম করে একটা ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়লেই তো হয়ে গেল।

জয়দেব। সবই রাধামাধবের ইচ্ছা, তিনি রাখতে চান রাখবেন, মারতে চান মারবেন।

পথিক। বাঘে ধরলে কি আর রাধামাধব ছুটে আসবে ঠাকুর ?

জয়দেব। ডাকার মত ডাকতে পারলে আসবেন বৈকি।

পথিক। আমি তো কখনও শুনি নি ঠাকুর, যে বাঘের মুখ থেকে কাউকে কোন দেবতা এসে রক্ষে করেছেন। প্রাণের দায় সকলেই তো তাঁকে ডেকেছে, ঠাকুর।

জয়দেব। দেবতার লীলা দেবতাই বুঝেন।

[দূর থেকে শিষ্ দেওয়ার শব্দ ভেসে এল।]

পথিক। কিসের যেন একটা শব্দ হোল না? জঙ্গলের মধ্যে কে যেন শিষ দিলে না? শেষে ঠ্যাঙ্গাড়ের হাতে প্রাণটা যাবে দেখছি। চলুন চলুন, দেখি কোথাও কোন আশ্রয় মেলে কি না।

জয়দেব। চল—

[দু'জনে মঞ্চের এক দিক দিয়ে বাহির হয়ে আরেক দিক দিয়ে প্রবেশ করলো]

পথিক। নাঃ, এখানে কোথাও কিছু মিলবে না দেখছি। বনের মাঝে কখনও মানুষ থাকে! এ পথে আসাই আমার অন্যায় হয়েছে। এখন রাতটা কাটাই কি করে! চার প্রহর রাত বনের মাঝে গাছতলায় বসে থাকা কি সোজা কথা!

জয়দেব। এসে যখন পড়েছ, তখন আর উপায় কি? এখনই তো কেউ এখানে বাড়ীঘর তৈরী করে দেবে না। গাছতলাতেই যদি থাকতে হয় তাতেই বা অত উতলা হয়ে উঠছ কেন, সব তাঁরই উপর ছেড়ে দাও না।

পথিক। তুমি আর বকো না ঠাকুর। 'সব তাঁরই উপর ছেড়ে

দাও না',—তিনি কে? দেখেছ তাঁকে কখনও? এখনই যদি একটা বাঘ আসে, তিনি আসবেন আমাকে বাঁচাতে?

[কাছাকাছি শিষ্ দেবার শব্দ হোল।]

পথিক। ঐ আবার শব্দ। জানোয়ারে তো এমন শব্দ করে না। এ মানুষের শব্দ। শেষে এই বনের মাঝে ঠ্যাঙ্গাড়ের হাতে পড়লাম, বেঘোরে প্রাণটা গেল। এখন কি করি? কোথায় পালাই?

জয়দেব। অমন উতলা হয়ো না। শান্ত হয়ে রাধামাধবের নাম কর, কোন ভয় নেই।

পথিক। ঠ্যাঙ্গাড়েরা তোমার রাধামাধব মানবে না ঠাকুর। যা করেন মা রক্ষেকালী! জয় মা রক্ষেকালী! জয় মা রক্ষেকালী! বাঁচাও মা, আমি এখন কি করি বলে দাও মা! জয় মা—

[লাঠি হাতে কয়েকজন দস্যুর প্রবেশ]

দস্যু। হা-রে-রে-রে-রে-রে!

পথিক। ওরে বাবারে, গেলুম রে!

১ম দস্যু। কি আছে দে? [পথিককে ধরলো]

পথিক। কিছু নেই বাবা, কিছু নেই।

২য় দস্যু। তোর কাছে কি আছে দে? [জয়দেবকে ধরলো]

জয়দেব। আমি রাধামাধবের দাস, পূজারী ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কিছুই নেই।

সর্দার। কিছু না পেলে মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দোব।

জয়দেব। রাধামাধব, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

[প্রথম দস্যু পথিকের পোঁটলাটি কেড়ে নিল]

পথিক। ওরে বাবারে, আমার সর্বস্ব গেল রে!

সর্দার। চুপ, চেঁচালে এখনই কোতল করবো। খোল ব্যাটা, পোঁট্‌লা খোল্—

[পথিক পোঁটলা খুললো। পোঁটলার ভিতর কয়েকখানি কাপড়, কিছু সন্দেশ ও সেরখানেক ভালো তামাক পাওয়া গেল]

সর্দার। ভালো তামাক, বেশ সুগন্ধ ছেড়েছে তো!

পথিক। মেয়ের বাড়ী তত্ত্ব নিয়ে যাচ্ছিলেম্ সর্দার।

[সর্দার তামাকটা তুলে নিলেন। আর ক'জন কাপড়গুলি তুলে দেখলো। সবাইকার নজর সেই দিকে। সেই সুযোগে পথিক তীরের মত দৌড় দিল]

দস্যু। ধর—ধর—

সর্দার। যেতে দে, যা নেবার তা তো নিয়েছি, এখন যাক গে ব্যাটা যেখানে যাবে। [জয়দেবের প্রতি] তারপর পূজারী ঠাকুর, তোমার কাছে কি আছে দাও?

জয়দেব। আমার কাছে তো কিছুই নেই।

সর্দার। কিছু নেই তো এখান দিয়ে যাচ্ছিলে কোন্ কর্মে?

জয়দেব। নদীয়া যাচ্ছি, সেখানে আমার রাধামাধব আছেন, তাঁকে নিয়ে কেন্দুবিল্ব চলে যাব।

সর্দার। রাধামাধব কে?

জয়দেব। আমার গৃহদেবতা।

সর্দার। গৃহদেবতাকে নদীয়া থেকে কিন্দুবিল্বে নিয়ে যাবে কেন?

জয়দেব। কেন্দুবিল্বেই যে আমার বাড়ী।

সর্দার। তাহলে নদীয়ায় নিয়ে এলে কেন?

জয়দেব। রাধামাধব আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। আমি যেখানে তিনি সেখানে।

সর্দার। কই? এখানে তো তিনি নেই?

জয়দেব। ক'দিন মহারাজের সঙ্গে গিয়েছিলাম লড়াই দেখতে, কোথায় কখন থাকবো ঠিক নেই তাই সঙ্গে আনিনি। গৃহে ব্রাহ্মণী আছেন, তিনি সেবা করছেন।

সর্দার। মহারাজের সঙ্গে আপনি উড়িষ্যা গিয়েছিলেন? আপনার নাম কি?

জয়দেব। জয়দেব গোস্বামী।

সর্দার। রাজকবি জয়দেব গোস্বামী?

জয়দেব। রাজকবি ছিলাম, ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম।

সর্দার। ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন? অত সম্মান, কত টাকা-পয়সা!

জয়দেব। আমি রাধামাধবের দাস, গরীব ব্রাহ্মণ, টাকা-পয়সা সম্মান আমার কি হবে ভাই!

সর্দার। বেশ বেশ, আপনি তো রাজাকে অনেক গান শুনিয়েছেন, আজ আমাদের দু'চারখানা গান শোনান দিকি?

জয়দেব। সারাদিন হাঁটতে হাঁটতে আসছি, বড় ক্লান্ত।

সর্দার। ঠিক আছে, আমি এখনই সব ব্যবস্থা করছি। আপনি আসুন। আমাদের আড্ডায় মুখ হাত ধুয়ে এক কল্কে তামাক ইচ্ছে করবেন। তারপর আমরা আপনার পেসাদ পাব, আর গান শুনবো। চলুন—

দস্যু। ওরে, সব চল্ রাজকবির গান হবে—

[জয়দেবকে নিয়ে দস্যুদের প্রস্থান]

[পর্দা নেমে এলো]

অষ্টম দৃশ্য

স্থান ঃ নবদ্বীপ। রাজ অন্তঃপুর।

মহারাণী অরুণা ও সহচরীগণ।

রাণী। বড়ই দুঃসংবাদ। পাঁচদিন আগে কবিকে ডাকাতে ধরেছিল, তারপর এই পাঁচদিন তাঁর কোন সংবাদ নেই। লোক পাঠিয়েছিলাম, তারা কোন সংবাদই আনতে পারলো না। অমন জলজ্যান্ত মানুষটা যেন কর্পূরের মত উবে গেল।

১ম সহচরী। দস্যুরা তাঁকে বনের মধ্যে হত্যা করেছে।

রাণী। এমন কথা ভাবতেও দুঃখ হয়। কি মানুষ ছিল বল ত? অমন গলা, অমন ভক্তি, তাঁর শেষে এই হোল?

১ম সহচরী। সবই অদেষ্ট রাণীমা, নাহলে তিনি একাই-বা উড়িষ্যা থেকে ফিরে আসবেন কেন?

রাণী। এখন পদ্মাবতীকে কি বলব?

১ম সহচরী। সত্য কথাই বলবেন।

রাণী। মুখের উপর এত বড় সত্যটা কি বলা যায়?

১ম সহচরী। বলতেই হবে। নাহলে অশৌচ অবস্থায় তিনি দেবসেবা করলে দেবতার চরণে যে আমরা অপরাধী হব।

রাণী। বড়ই কঠিন সমস্যা!

[পদ্মাবতীর প্রবেশ]

পদ্মাবতী। মহারাণীর জয় হোক্!

রাণী। বস পদ্মাবতী। অনেক দিন তুমি রাজবাড়ী আসনি।

পদ্মাবতী। শ্রেষ্ঠীপল্লীতে তিনটি বালকের জ্বরাতিসার হয়েছে, তাদের গৃহে প্রত্যহ রাত্রে জাগতে হয়, অবসর পাই না।

রাণী। তার উপর আবার রাধামাধবের পূজা অর্চনা আছে।

পদ্মাবতী। উড়িষ্যার সংবাদ কিছু পেয়েছেন ?

রাণী। সংবাদ শুভ, আমরা জয়ী হয়েছি।

পদ্মাবতী। মহারাজ কবে ফিরছেন ?

রাণী। সঠিক কিছুই জানি না। তবে রাজকবি তার আগেই ফিরছেন বলে সংবাদ পেয়েছি।

পদ্মাবতী। কবি আগেই ফিরবেন ?

রাণী। আগেই তো আসার কথা, কিন্তু···

পদ্মাবতী। কি ? বলতে বলতে থামলেন যে ?

রাণী। এই মাত্র সংবাদ পেলাম সুখচরের জঙ্গলে কবি দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন।

পদ্মাবতী। দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন ! তারপর ?

রাণী। তারপরের সংবাদ আর কিছু পাওয়া যায়নি। সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি কোনরকমে দস্যুর হাত থেকে পালিয়ে এসে খবর দিয়েছেন। কবির কি হোল তা তিনি বলতে পারলেন না।

পদ্মাবতী। কবি বেঁচে আছেন তো ?

রাণী। সংবাদের জন্য দূত পাঠিয়েছি।

পদ্মাবতী। আমায় কিছু লুকাবেন না মহারাণী, সত্য বলুন কবির কি সংবাদ।

রাণী। দূত ফিরে না আসা পর্যন্ত, আমি কিছুই বলতে পারছি না পদ্মা।

পদ্মা। এ কবেকার সংবাদ?

রাণী। ছ' দিন আগের।

পদ্মা। বুঝেছি, তাহলে কবি আর নেই। রাধামাধব, শেষে এই কি তোমার মনে ছিল!

[মূর্ছিত হয়ে পড়লেন]

রাণী। কাঞ্চন, শীগ্‌গির যা, রাজবৈদ্যকে খবর দে—

[১ম সহচরীর প্রস্থান]

মণিমালা, জল নিয়ে আয়।

চন্দ্রা, হাওয়া কর্‌!

[পর্দা নেমে এলো]

নবম দৃশ্য

স্থান ঃ নবদ্বীপের রাজপথ

জয়দেব ও রাজবৈদ্য

রাজবৈদ্য। কবি, শুনলাম তোমাকে ডাকাতে মেরেছে ?

কবি। ডাকাতরা ধরেছিল বটে কিন্তু মারেনি।

রাজবৈদ্য। ডাকাত তোমায় মারেনি ?

কবি। না।

রাজবৈদ্য। ডাকাত লোককে ধরে কিন্তু মারে না, একথা এই প্রথম শুনলাম।

কবি। সবই রাধামাধবের কৃপা।

রাজবৈদ্য। সে তো অনেক দিনের কথা হোল, তারপর এই দশ বারো দিন কোথায় ছিলে ?

কবি। ডাকাতের আড্ডাতেই ছিলাম। আসার দিন তারাই আমাকে বন পার করে দিল।

রাজবৈদ্য। ওখানে এই ক'টা দিন নষ্ট না করে ক'দিন আগে যদি আসতে, অন্তুতঃ তিন চার দিন আগেও যদি সংবাদটা পাওয়া যেত যে তুমি বেঁচে আছ!

জয়দেব। কেন? কি হোল ?

রাজবৈদ্য। গৃহে যান, সব শুনতে পাবেন।

জয়দেব। কেন, কোন অশুভ সংবাদ আছে ?

রাজবৈদ্য। আর অশুভ

জয়দেব। পদ্মাবতী ভাল আছে তো?

রাজবৈদ্য। আর পদ্মাবতী!

জয়দেব। কি হয়েছে খুলে বলুন তো?

রাজবৈদ্য। তুমি দস্যুহস্তে নিহত হয়েছ শুনে পদ্মাবতী মূর্ছিত হয়ে পড়েন, আর তাঁর জ্ঞান হয় না।

জয়দেব। পদ্মাবতী নেই?

রাজবৈদ্য। অমন স্বামীভক্তি এযুগে দেখা যায় না, মা ছিলেন যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

জয়দেব। পদ্মাবতী নেই! পদ্মাবতী নেই! শেষ সময় একবার দেখাও হো'ল না। রাধামাধব, এই কি তোমার মনে ছিল!

[উদ্‌ভ্রান্তের মত বাহির হয়ে গেলেন]

রাজবৈদ্য। কবি, শোনো, শোনো— [নিষ্ক্রমণ]

[অন্ধ বাউলের প্রবেশ]

অন্ধ বাউল। গান:

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক করুণাময় স্বামী,
শতেক বেদনা দুঃখেরি আঘাত
মাথা পেতে লব আমি।
বার বার তুমি আঘাত হেনেছ
ভেঙেছ অহংকার
চূর্ণ করেছ দর্প আমার
করুণার পারাবার।

যতই নিঠুর হও তুমি সখা,
তোমারে চিনেছি আমি।
তোমারি চরণে সকলি সঁপেছি,
করুণাময় স্বামী।

[জয়দেবের প্রবেশ। কোলে রাধামাধবের বিগ্রহ]

জয়দেব। যতই নিঠুর হও তুমি সখা
তোমারে চিনেছি আমি।
তোমারি চরণে সকলি সঁপেছি,
করুণাময় স্বামী।

বাউল। কে, রাজকবি? কবে ফিরলে? তোমার শরীর ভাল আছে তো?

জয়দেব। ভাল আছি সুরদাস, তুমি ভাল আছ?

সুরদাস। না কবি, তোমার গলাটা কেমন যেন ধরা-ধরা লাগছে, তুমি তো ভাল নেই, তোমার বুকের মাঝে যেন কান্না গুমরে উঠছে। মনটায় বড় ব্যথা পেয়েছ, না কবি? ঠাকরুণের সঙ্গে দেখা হোল না! সবই রাধামাধবের ইচ্ছা কবি, সবই তাঁর ইচ্ছা। তিনি একদিন আমাকেও পরীক্ষা করেছিলেন, আজ তোমাকে পরীক্ষা করছেন। তাঁরই চরণে সব সমর্পণ কর কবি, শান্তি পাবে।

জয়দেব। পূজারী বামুন আমি, আমার কি আর রাজকবি হওয়া সাজে? নিজেকে বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছিলাম সুরদাস, তাই তিনি আমাকে আঘাত দিয়ে সমঝে দিলেন।

সুরদাস। সব তাঁরই ইচ্ছে কবি, তাঁর ইচ্ছে ছাড়া গাছের পাতাটি অবধি পড়ে না। তাঁর জিনিষ তিনি ফিরে নিয়েছেন, বলার তো কিছু নেই!

জয়দেব। তিনি একদিন পথের মাঝে পদ্মাবতীকে হাতে তুলে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন 'ঘর বাঁধো', তাই ঘর বেঁধেছিলাম, আবার তিনিই আজ ঘর ভেঙে পথে নামিয়ে দিলেন, পথেই নেমে এসেছি।

সুরদাস। সব তাঁর চরণে সমর্পণ কর কবি, শান্তি পাবে।

জয়দেব। সব ছেড়ে তাঁকে নিয়েই তো বেরিয়ে পড়েছি সুরদাস।

সুরদাস। রাধামাধবকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ কবি?

জয়দেব। বৃন্দাবনে।

সুরদাস। আমায় সঙ্গে নেবে কবি, যমুনার তীরে রাধামাধবকে আমি গান শোনাব।

জয়দেব। যাবে চল—

সুরদাস।—গান ঃ

ওরে তোরা আয়, আয়, আয়,
কাল বহে যায়, তোরা আয়, আয়, আয়।
আপনা ভুলে, মায়ার ঘোরে,
ঘুরিস নে আর অন্ধকারে,
বাঁধন টুটে, আয়রে ছুটে,
মাধব ডাকে মথুরায়—
তোরা আয়, আয়, আয়!

খেলা ঘরের ছকটি পেতে
পুতুল খেলায় আছিস মেতে
পাওনা-দেনার হিসাব নিতে
বেলা বহে যায়,
তোরা আয় আয় আয়,
মাধব ডাকে মথুরায়।
আপন জন তোর নাই রে কেহ,
আপন নয় তোর নিজের দেহ
সার কর সেই কৃষ্ণ-স্নেহ,
নইলে, ভবের তরী ডুববে কিনারায়,
ওরে, তোরা আয়, আয়, আয়।

জয়দেব ও বাউল। [মিলিত কণ্ঠে]
আপন জন তোর নাইরে কেহ,
আপন নয় তোর নিজের দেহ,
সার কর সেই কৃষ্ণ স্নেহ,
নইলে, ভবের তরী ডুববে কিনারায়,
ওরে, তোরা আয়, আয়, আয়,
মাধব ডাকে মথুরায়।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।]

[পর্দা নেমে এলো।]

শেষ